২২-০২-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা- বি.কে. ব্রাহ্মণদের এই তীর্থ-যাত্রা এখন উন্নতির শিখরে এগিয়ে যাচ্ছে, তাই তোমাদেরকে ডবল ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেমন দুই বাবা পেয়েছ, তেমনি দুই মা'কেও পেয়েছো তোমরা"

প্রশ্ন :- বর্তমানের এই সঙ্গমযুগে কি এমন পদবী নিজেদের জন্য রাখতে পারো না তোমরা ?

উত্তর :- বাচ্চারা, হিজ হোলীনেস্ বা হার হোলীনেস্ (পবিত্রতার প্রতীক) নিজেদের ক্ষেত্রে, তোমরা তা লিখতে পারো না। যদিও তোমাদের আত্মা এখন প্রায় পবিত্রই, কিন্তু শরীর তো সেই তমোপ্রধান তত্ত্বের দ্বারাই গঠিত। তাই এই মহান ব্যুৎপত্তি অবশ্যই নেবে না। যেহেতু এখনও তো তোমরা পুরুষার্থী-ই।

গীত :- প্রদীপ আর ঝড়-তুফানের
. সেই কাহিনী .....!

ওঁম্ শান্তি! অসীম বেহদের বাবা স্বয়ং বি.কে. বাচ্চাদেরকে সামনে বসিয়ে জ্ঞানের ব্যাখ্যা শোনাচ্ছেন। বাচ্চারা, একথা তোমরা বুঝতেই পেরেছো, বেহদের যেমন দুই বাবা, তেমনি বেহদের দুই মা-ও রয়েছেন তোমাদের। একজন হলেন 'জগদম্বা' এবং অপরজন 'ব্রহ্মা' (ব্রহ্ম+মা)। অতএব ব্রহ্মা-ও মা। দুজনেই একত্রে বসে যখন তা বোঝাচ্ছেন, তখন তো তা বলা যেতেই পারে, ডবল ইঞ্জিন পেয়েছো। ঠিক যেমন, পাহাড়ি অঞ্চলে উঁচুতে চড়ার সময় রেল-গাড়ীগুলিতে ডবল-ইঞ্জিন লাগানো হয়। তোমরা বি.কে.ব্রাহ্মণেরাও এখন তেমনি উচ্চ-স্তরের কঠিন পুরুষার্থে বেহদের তীর্থযাত্রায় রত। যেহেতু তোমরা জেনেছো, বর্তমান পৃথিবীটা এখন ঘোর পাপে তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। এরপর বিনাশ যতই অন্তিম সময়ের দিকে এগোবে, দুনিয়াতে ততই হা-হা কার শুরু হবে। (প্রতি কল্পেই) দুনিয়া পরিবর্তনের সময় এমনটাই হয়ে থাকে। এমন কি রাজ-রাজাদের লড়াই-এর পর রাজত্ব পরিবর্তনেও লড়াই-ঝগড়া-যুদ্ধের ফলে তেমনটাই হয়। বাচ্চারা, তোমরা তো জেনেছো, এখন আবার নতুন যুগের নতুন রাজধানীর স্থাপনার কার্য চলছে। ফলে ঘোর তমোসাচ্ছন্ন এই অন্ধকার থেকে নব-সূর্যোদয়ের ঊষালোকের আলোকচ্ছটায় দুনিয়া আবার আলোকিত হতে চলেছে। একমাত্র তোমরাই সম্পূর্ণ জগতের এই সৃষ্টি-চক্রের ইতিহাস-ভূগোলকে জানো। তাই তোমাদের উচিত, অন্যদেরকেও তা জানানো। মাতা ও কন্যারা, যারা স্কুলগুলিতে পড়ানোর সাথে যুক্ত, তারাও যদি তাদের স্কুলের বাচ্চাদেরকে বেহদের এই ইতিহাস-ভূগোল বোঝায়, তাতে কিন্তু সরকারের কোনও আপত্তি থাকবে না। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও বোঝাতে পারলে তারা তো আরও অধিক খুশী হবে। কিন্তু তাদেরকে এভাবে বোঝাতে হবে, যতক্ষণ না বেহদের এই ইতিহাস-ভূগোলকে ভালভাবে জানা যায়, ততক্ষণ ছাত্র-ছাত্রীদেরও সেরূপ কল্যাণ করা সম্ভব নয়। আর তা না হলে দুনিয়াতে তাদেরও যে জয়-জয়কারও হবে না। এই ভাবেই বচ্চাদেরকে সেবার বিষয়টা ব্যাখ্যা করেন বাবা। কেউ যদি টিচার হয়, এবং সে যেন এইভাবে সৃষ্টি-চক্রের ইতিহাস-ভূগোলের এই ধারণা অন্যের মনের মধ্যে বুদ্ধিতে পাকা করাতে পারে। এমন করাতে পারলেই সেই বি.কে.-রা ত্রিকালদর্শী হতে পারে। আর এই প্রকারে ত্রিকালদর্শী হতে পারলে সে চক্রবর্তী রাজাও হতে পারে। ঠিক যেভাবে বাবা বি.কে.-দেরকে ত্রিকালদর্শী, স্বদর্শণ-চক্রধারী তৈরী করেন, তেমনি তোমাদেরও কর্তব্য অন্যদেরকেও তেমনি নিজেদের মতন করে গড়ে

তোলো। তেমনটা হতে পারলে তারাও তখন সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হতে পারবে। তাদেরকে একথাও খুব ভাল করে বোঝাতে হবে যে, অতি শীঘ্রই এই পুরোনো দুনিয়ার পরিবর্তন হতে চলেছে যে। শীঘ্রই বর্তমানের এই তমোপ্রধান দুনিয়ার পরিবর্তন হয়ে সতোপ্রধান দুনিয়ায় রূপান্তরিত হতে চলেছে।

বর্তমানের এই তমোপ্রধান দুনিয়াকে সতোপ্রধানে পরিবর্তন করার এক ও একমাত্র কারিগর পরমপিতা পরমাত্মা। একমাত্র তিনিই পারেন এই সহজ রাজযোগ আর স্বদর্শণ-চক্রের এই বিশেষ জ্ঞান দিতে। সৃষ্টি-চক্রের আবর্তনের এই জ্ঞানকে বোঝানো খুবই সহজ ব্যাপার। আর এই চক্রের চিত্রকে যদি ফটকের সামনে রাখা যায়, তাহলেও মানুষ নিজেরাই তা বুঝতে পারবে, সত্যযুগে কারা কারা রাজত্ব করেছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর দ্বাপর যুগ থেকে কিভাবেই বা ধীরে ধীরে এত অনেক বিভিন্ন ধর্মের বৃদ্ধি শুরু হলো। এই তথ্যগুলিকে ভালভাবে বোঝাতে পারলে তাদের বুদ্ধির দরজা অবশ্যই খুলবে। এই সৃষ্টি-চক্রকে সামনে রেখে তোমরা তাদেরকে খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতেও পারবে। চিত্রের উপর আলাপ-আলোচনার জন্য নানা বিষয়ের উপর প্রস্তাবও রাখতে পারো তোমরা। তখন তাদেরকে এও বলতে পারো- এবার তবে সামনে এসো তোমরা, তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী হওয়ার দিশা দেখাই। যার দ্বারা তোমরা রাজাদেরও রাজা হতে পারবে। একমাত্র তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরাই এই সৃষ্টি-চক্রকে জানো। বাচ্চারা তাই তো কেবলমাত্র তোমরাই বিশ্বের চক্রবর্তী রাজা হতে পারো। কিন্তু হতে কেবল তারাই পারবে, যারা এই সৃষ্টি-চক্রকে সর্বদাই বুদ্ধিতে রেখে পুরুষার্থ করতে পারবে। তোমাদের এই বাবা তো জ্ঞানের-সাগর। উনি স্বয়ং যেখানে তোমাদেরকে সামনে বসিয়ে এই সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানের পাঠ পড়ান। অন্যেরা যার কিছুমাত্রও জানে না। যারা বলে থাকে ঈশ্বর সর্বত্রই, এই বিশেষ জ্ঞান তাদের মাথায় অবশ্য ঢুকবে না, কারণ ঈশ্বরকে জানার পুরুষার্থ তারা করতে পারবে না আদৌ। এমন কি ভক্তি-মার্গেও চলতে পারবে না তারা। আবার তোমরা যা বোঝাবে, তাও সঠিক ভাবে বোধে আসবে না তাদের। কম বুদ্ধির লোকেরাও বুঝে উঠতে পারবে না, ভাববে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নয় - তা কি করে সম্ভব। ব্যাপারটা এমনই, কোনও এক অজ্ঞানী এমন কিছু জানিয়েছিল, তাতেই সবার ধারণায় তা বসে গেছে। যেমন কেউ একজন বলেছিল, আদি দেব মহাবীর, তাকেই মেনে নিয়েছে লোকেরা। কোনও যুক্তি-গ্রাহ্যর ধার না ধেরে, কিছু না বুঝেই যে কেউ যা কিছু বলেছে, পরম্পরায় তাই মেনে আসছে। কিন্তু এখন স্বয়ং বাবা এসে সামনা সামনি বসে তোমাদেরকে (যুক্তি ও ব্যাখ্যা করে) বোঝাচ্ছেন, যেখানে তোমরা বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই অবিনাশী ড্রামার পার্টধারী - সেখানে ড্রামার রচয়িতা ও তার রচনাকে কেনই বা জানবে না। ভক্তি-মার্গে যেমন তোমরা অন্ধের মতন দেবী-দেবতাদের পূজা-অর্চনা করো - অথচ তাদের গুণ ও শক্তিগুলিকেও জানো না তোমরা। এতসব দেবী-দেবতা যারা পূর্বে রজত্ব করে গেছেন, তাদের তেমন কিছু বিশেষ গুণ ও শক্তি তো অবশ্যই ছিল। তারা তেমনই জ্ঞানী ও বুঝদার ছিল বলেই তো পূজ্য হতে পেরেছিলেন। এখন তোমরা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও সেই জ্ঞানেরই পাঠে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হচ্ছো। তোমরা ছাড়া দুনিয়ার অন্যদেরকে তো রাবণ তার মায়া-জালের জেলে কয়েদ করে রেখেছে। বর্তমানের সমগ্র দুনিয়াটাই যে রাবণের মায়ার জেল। সবাইকেই তাই তার এই শোক-বাটিকায় পড়ে থাকতে হচ্ছে।

লোকেরা তো লাগাতার কত প্রকারেরই কনফারেন্স করে, শান্তি প্রচেষ্টার লক্ষ্যে। সেগুলি যখন হচ্ছে, তবে তো তাতে মানুষের দুঃখ-কষ্ট, অশান্তি সব দূর হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু হায়, তারাও তো সবাই রাবণের এই শোক-বাটিকাতেই বসে আছে যে। আর এই শোক-বাটিকা থেকে অশোক-

বাটিকায় মুহূর্তেই কেউ পৌঁছে যেতে পারে না। যেহেতু এই সময়ে শান্তি বা সুখ-বাটিকায় কেউ-ই যে নেই। অশোক-বাটিকা বলা হয় সত্যযুগকে। আর যেহেতু বর্তমান সময় কালটা সঙ্গমযুগ, তাই তোমাদেরকেও সম্পূর্ণরূপে পবিত্র বলা যেতে পারে না। কোনও বি.কে. নিজেদেরকে বলতে বা লিখে দিতে পারবে না যে, তারা নিজেরা হিজ বা হার হোলীনেস্, অর্থাৎ যা সম্পূর্ণ পবিত্রতার প্রতীক। এই হিজ হোলীনেস্ এবং হার হোলীনেস্ পদবী হয় একমাত্র সত্যযুগের (দেবী-দেবতাদের)। তবে তা এই কলিযুগে সেই পদবী আসবেই বা কি প্রকারে ? যদিও অনেকের আত্মা পবিত্রও হয়, কিন্তু শরীর তো তাদের বিকারী, শরীরও তো পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। আর যখন তা হবে, একমাত্র তখনই তাদেরকে হিজ/হার হোলীনেস্ বলা যেতে পারে। তাই গর্ব বোধ করার মত তেমন কিছু নেই এতে। যেখানে এখনও তোমরা পুরুষার্থী-ই। বাবা আরও জানাচ্ছেন, সাধু-সন্ন্যাসীদেরও শ্রী শ্রী বা হিজ/হার হোলীনেস্ পদবীতে ভূষিত করা যায় না। যদিও আত্মিক-রূপে তারা পবিত্রই, কিন্তু শরীর তো তাদের পবিত্র নয়। অতএব এক্ষেত্রে তারাও অপূর্ণ। বর্তমানের এই পতিত দুনিয়ায় কেউ-ই হিজ/হার হোলীনেস্ হতে পারে না। তাদের ধারণা আত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই সর্বদাই শুদ্ধ। কিন্তু আত্মার সাথে সাথে অতি অবশ্যই শরীরের শুদ্ধতারও প্রয়োজন আছে যে। যেমন লক্ষ্মী-নারায়ণকে সতোপ্রধান বলা যায়, যেহেতু তাদের সেই শরীরও তৈরী হয় সতোপ্রধান তত্ত্বগুলির দ্বারাই। কিন্তু বর্তমানে এই দুনিয়ার তত্ত্বগুলি এখন একেবারেই তমোপ্রধান হয়ে গিয়েছে। তাই এখন কারওকেই সম্পূর্ণ পবিত্র বলা যায় না। এমন কি ছোট বাচ্চাদেরকেও না। কিন্তু (স্বর্গ-রাজ্যের) দেবতারা ছিল সম্পূর্ণ নির্বিকারী।

বাবা স্বয়ং বসে (বি.কে.) বাচ্চাদেরকে সবকিছু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলছেন, তোমরা এখন যথেষ্ট বুঝদার ও বুদ্ধিমান হয়েছো। সৃষ্টি-চক্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ জেনেছো তোমরা। পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং এই চৈতন্য-বৃক্ষের বীজ-স্বরূপ। একমাত্র ওঁনারই সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান আছে। সেই তিনিই স্বয়ং তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন। অতএব এই সৃষ্টি-চক্রের জ্ঞানকে অবলম্বন করে তোমরা যে কোনও লোককেই এই জ্ঞানে প্রভাবিত করতে পারবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে- তারাও সেই পরমধাম থেকে এখানে এসে (কর্মফল অনুযায়ী) শরীর ধারণ করে এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে যে যার নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করে চলেছে। কিন্তু এবার সময় এসেছে সবাইকে নিজ ঘরে ফিরে যাবার। আবার যার যার সময় অনুযায়ী এখানে আসতে হবে তাদের নিজ-নিজ কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করতে। এখন যে যেমন পুরুষার্থ করবে, সেই অনুসারে সে তেমন রাজ-ঘরানায়, সম্পত্তিবান ব্যক্তির ঘরে জন্ম নেবে। সবাই তাদের নিজ-নিজ পুরুষার্থের ক্রম অনুসারেই তাদের পদের বদলের সাথে সাথে ক্রমিকেরও বদল হতে থাকে। তারই নমুনা হিসাবে বলা হয়- "যেথা জয় তথা জন্ম" ..... তাই এ বিষয়ে এখনই কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায় না। আগামী দিনগুলিতে তোমাদের যার যেমন উন্নতি হতে থাকবে, তেমনই প্রাপ্তি হবে। কিন্তু একথা সত্য যে, এই সময়ে যেসব আত্মারা তাদের শরীর ছাড়বে, তারা অবশ্যই খুব ভাল ঘরেই জন্ম নেবে। যেসব বাচ্চারা খুব ভালভাবে পুরুষার্থ করে, তাদের খুশীর বহরও তেমনি বাড়তে থাকে। যারা চাকুরীতে ব্যস্ত থাকে, তাদেরও এই আনন্দের ঘোর থাকে। তোমার নিজেকে ছাড়া সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই যে তোমার কাছে অন্ধকার। গঙ্গাজলে স্নান করে তো আর পাপকে ধোয়া যায় না। একমাত্র যোগ-অগ্নিতেই সেই পাপকে ভস্ম করা যায়। বিকারী রাবণের এই পাপের দুনিয়ার কয়েদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন এক ও একমাত্র এই বাবা, তাই তো তাকে ডাকা হয় পতিত পাবন বাবা বলে। সে যাই হোক্, তোমরা কিন্তু নিজেরা নিজেদেরকে পাপী-আত্মা বলে ভাববে না কখনই। এ বিষয়ে বাবা জানান, পূর্ব কল্পেও

এইসব কন্যাদের দ্বারাই তোমাদের সবাকেই উদ্ধার করিয়েছিলাম। এর স্বপক্ষে গীতাতেও তা উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই মর্মার্থ লোকেরা তা বুঝে উঠতেই পারে না। লোকেদের তোমরা বোঝাতে পারো, বর্তমানের এই পতিত দুনিয়ায় কোনও একজনও পবিত্র নেই। কিন্তু তা বোঝাবার জন্য খুব সাহসেরও দরকার। তোমরা তো এখন বুঝতেই পারছো, বর্তমানের এই দুনিয়ার পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো। তোমাদের এই ব্রাহ্মণ কুল সবচাইতে উচ্চ-কুল। একমাত্র তোমাদেরই সেই স্ব-দর্শণ চক্রের জ্ঞান আছে। এরপর (সত্যযুগে) যখন বিষ্ণুর কুলে আসবে, এই জ্ঞান তখন লুপ্ত হয়ে যাবে। যেহেতু এখন সে জ্ঞান আছে, তাই তোমাদেরকে স্ব-দর্শণ চক্রধারী হিসাবে ডাকা হয়। একমাত্র তোমরা ছাড়া অন্যেরা কেউ-ই এই গুহ্য-কথা বুঝতে পারবে না। কথার কথায় তো সবাই বলে আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান, কিন্তু বাস্তবে একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই তা হয়েছো। আচ্ছা!

সকল মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদেরকে স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। বাবার যেমন কর্তব্য বাচ্চাদেরকে স্মরণ করা, বাচ্চাদেরও তেমনি কর্তব্য বাবাকে স্মরণ করা। কিন্তু বাস্তবে বাচ্চারা তেমন ভাবে স্মরণ করে না বাবাকে। যদি কেউ তেমন ভাবে স্মরণ করে তবে সে অবশ্যই খুবই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। আচ্ছা মিষ্টি-মিস্টি ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে নমন জানাচ্ছেন তাদের ঈশ্বরীয় পিতা।

রাত্রি ক্লাস : প্রথম :- ০৮-০৪-৬৮.

আমাদের এই বিদ্যালয়, ঈশ্বরীয় মিশনে কেবলমাত্র ঈশ্বরীয় কর্ম-কার্যই চলে। যারা প্রকৃত দেবী-দেবতা ধর্মের হবে, কেবল তারাই আসবে এখানে। যেমন খ্রীষ্টানরা তাদের নিজেদের জন্য মিশন বানিয়ে থাকে। যারা খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীর হবে, তারা খ্রীষ্টান রাজত্বে সুখ পাবে। তখন তাদের বেতনও অনেক হবে। তাই তো খ্রীষ্টানদের সংখ্যা তখন থেকে বাড়তে শুরু করে। যার সংখ্যা আজ এত অনেক। বর্তমান সময়ে ভারতবাসীরা এত বেতন ও সুবিধা ইত্যাদি দিতে পারে না। ভারত-ভূখন্ডে নৈতিক অবনতিও খুব। মধ্যম বর্গীয় কোনও কর্মচারী যদি ঘুস না নেয়, সেই কারণে তারা তাদের চাকরী খুইয়েও ফেলতে পারে। তখন যদি কোনও বাচ্চা বাবার শরণাপন্ন হয়ে জানতে চায়- "বাবা এমত অবস্থায় আমার কী করণীয় ?" বাবা জানান- কূটনৈতিক যুক্তি সহকারে কাজ করতে থাকো, আর সেসব কোনও শুভ-কার্যে খরচ কোরো।

এখানে সবাই বাবাকে ডাকতে থাকে, উনি এসে যেন বাচ্চাদের এই পতিত অবস্থা থেকে (উদ্ধার করে) পবিত্র বানায়, তাদেরকে এই পাপের দুনিয়া থেকে উদ্ধার করে যেন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। উনি যখন বাবা, তখন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তো হবে ওনাকেই। আর তা কি উনি করবেন না ? ঘরে ফিরে যাবার জন্যই তো কত প্রকারের ভক্তিও করে লোকেরা। কিন্তু বাবা যখন আসবে, একমাত্র তখনই তো উনি নিয়ে যাবেন। আর ভগবান তো কেবল এই একজনই। আবার এমনও সম্ভব নয় যে, সবার শরীরেই ভগবান প্রবেশ করে তাদের মুখ দিয়ে কিছু বলবেন। আর সারা কল্পে কেবলমাত্র একবারই এই সঙ্গমযুগেই আসেন ভগবান স্বয়ং। যে কথা এত সহজে মেনে নিতে পারবে না তোমরা। কিন্তু যখন এত অপবিত্র ও পাপী ছিলে না, তখন তা অনায়াসেই মানতে। তোমরা এখন আর ভক্তি-মার্গে নেই। তোমরা তা নিজেরাই বলো। পূর্বে তোমরা অনেক পূজা-অর্চনা করতে। কিন্তু এখন বাবা এসেছেন, তোমাদেরকেই পূজ্য দেবতা বানাতে। শিখ ধর্মের লোকেদেরও তোমরা

বোঝাবে এসব। একথা তো সবারই জানা, মনুষ্য থেকেই দেবতা হয়। .... । দেবতাদের কতই না মহিমা। দেবতারা রাজত্ব করে সত্যযুগে। কিন্তু বর্তমান সময়কালটা কলিযুগ। আর বাবা আসেন সঙ্গমযুগে তোমাদেরকে পুরুষোত্তোম হওয়ার পাঠ পড়াতে। এই দেবী-দেবতারা অন্য সবার থেকে উত্তম। তাই তো দেবতাদের এত পূজা করে লোকেরা। আর যাদের তারা পূজা করে, তাদের অস্তিত্ব পূর্বেও কখনও না কখনও অবশ্যই ছিল। বর্তমানে আজ আর তারা নেই। সেসব আজ কেবলই অতীত। তোমরা এখন গুপ্ত পুরুষার্থী। অন্যেরা কেউ একথা জানেই না যে, আগামীতে তোমরাই সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে চলেছো। কেবলমাত্র তোমরাই তা জানো। বাবার এই জ্ঞানের পাঠে তোমরাই তা হতে পারবে। অতএব এই জ্ঞানের পাঠ সম্পূর্ণরূপে মনযোগ সহকারে পড়তে হবে তোমাদের। আর তার জন্য দরকার বাবাকে ভালবেসে ওঁনাকে স্মরণ করা। যে বাবা বাচ্চাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন, কেনই বা তাকে সেভাবে স্মরণ করবে না ? যেহেতু দেবতা হবার জন্য দৈবী-গুণের প্রয়োজন আছে যে।

রাত্রি ক্লাস: দ্বিতীয় :- ০৯-০৪-৬৮

দেখা যাচ্ছে বিশ্ব-শান্তির লক্ষ্যে আজকাল লোকেরা অনেক বেশী সংখ্যায় কনফারেন্স করছে। তাদেরকে এই কথাগুলি বোঝানো দরকার - দেখো তো সত্যযুগে যখন কেবলমাত্র একটাই ধর্ম ছিল, একটাই রাজত্বও ছিল, আর ছিল অদ্বৈত ধর্ম। সেখানে অন্য আর কোনও ধর্মই ছিল না। তাই এক-হাতে তো আর তালি বাজে না। আর তা ছিল সুখের প্রকৃত রামরাজ্য। তাই তো শান্তি বিরাজ করতো সেই বিশ্বে। কিন্তু, এই বর্তমান সময়ে কি করে তোমরা শান্তির আশা করছো। সেই শান্তি তো ছিল সত্যযুগে। তারপর যখন অনেক ধর্মের উপস্থিতি হলো, তখন থেকেই শুরু হলো অশান্তি। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত এর মর্মার্থ বুঝতে পারবে, ততদিন পর্যন্ত কেবল মাথাই ঠুকতে হবে। এরপর যতই সময় এগিয়ে যেতে থাকবে, সংবাদ পত্রে এই অশান্তির কত কথাই না জানতে পারবে। আর তখনই সাধু-সন্ন্যাসীদের কানে সে আওয়াজ পৌঁছবে। বাচ্চারা, তোমাদের খুব সৌভাগ্য যে, তোমাদের আগামী রাজধানীর স্থাপনা চলছে। আর সেই আনন্দের নেশাতেই তোমরা এমন বিভোর হয়ে যাও। মিউজিয়মগুলির বাইরের জাঁক-জমক ও নতুন নতুন অদ্ভুত সব ব্যাপার-স্যাপার দেখে অনেকেই আসবে এখানে। কিন্তু ভিতরে ঢুকেই তারা চমকে উঠবে। নতুন ধরণের চিত্রের দ্বারা নতুন ধারার কথা জানতে পারবে তারা।

বাচ্চারা, একথা তো তোমাদের জানাই আছে যে, যোগ প্রক্রিয়ার অভ্যাস করা হয় মুক্তি ও জীবন-মুক্তির লক্ষ্যে। যে শিক্ষা দেওয়া কোনও মনুষ্যের দ্বারা সম্ভব নয়। তাই তোমরা তাদের লিখিত ভাবেই জানাতে পারো, এক ও একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া এই মুক্তি ও জীবন-মুক্তির যোগ প্রক্রিয়া আর কেউ তা শেখাতে পারে না। সবারই সদ্গতি-দাতা একমাত্র তিনিই। একথা খুব স্পষ্ট ভাবে দৃঢ়তার সাথে লিখে জানাতে হবে। যাতে লোকেদের তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধু-সন্ন্যাসীরা কি ও কিসের যোগ শেখায় ? তারা কেবল যোগ-যোগ বলে নিজেদেরকে প্রচার করে! প্রকৃত যোগ তো কেউ-ই শেখাতে পারে না। তাই তো যতসব মহিমা তা কেবলমাত্র এই এক বাবার-ই। বিশ্বে শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রেই বলো বা মুক্তি ও জীবন-মুক্তির ব্যাপারেই বলো - তা কেবল এই এক ও একমাত্র বাবার-ই কর্ম-কর্তব্য। এমন সব বিষয়ের উপর বিচার-সাগর মন্থন করে, পয়েন্টগুলি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে অন্যদেরকেও। কিন্তু তোমাদেরকে তা এমন ভাবে লিখতে হবে, তা যেন সবার কাছেই

সহজ-সরল ও যুক্তি-গ্রাহ্য হয়। এই ভাবেই এই দুনিয়ার পরিবর্তন আনতে হবে। এই দুনিয়া এখন মৃত্যুলোকে পরিণত হয়েছে। আর নতুন দুনিয়া হবে অমরলোক। অমরলোকে মানুষ কিভাবে অমর থাকে, তাও খুব আশ্চর্যের বিষয়। সেখানে মানুষের আয়ুষ্কালও অনেক লম্বা। যার যার নিজের নির্দ্দিষ্ট সময় অনুসারে নিজেরাই তাদের শরীর বদল করে নেয় এভাবে, যেমন ভাবে আমরা আমাদের পোষাক বদল করি। এসব পয়েন্টগুলিকেও ভালভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে তাদের। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে তাদের ঈশ্বরীয় বাপ ও দাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর শুভরাত্রি।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সৃষ্টি-চক্রের জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে নিজেকে যেমন ত্রিকালদর্শী ও স্বদর্শণ চক্রধারী হতে হবে, অন্যদেরকেও ঠিক তেমন তৈরী করার সেবা করতে হবে।

২) বর্তমানের এই সঙ্গমযুগে শোক-বাটিকা থেকে বেরিয়ে এসে সুখ ও শান্তির বাটিকায় পৌঁছবার জন্য নিজেকে পবিত্র বানাতে হবে অবশ্যই।

বরদান :- হংস-আসনে নিজেকে বসিয়ে সর্ব প্রকার কার্য করতে পেরে সফলতার প্রতিমূর্তি বিশেষ আত্মা হও

বিস্তার:- যে বাচ্চারা হংস আসনে বসেই সব কার্য করে, তাতে তার নির্ণয় শক্তি শ্রেষ্ট হয়। এমত অবস্থায় সে যে কোনও কার্যই করে, তাতে অবশ্যই কিছু বিশেষত্ব থাকে। যেমন চেয়ারে বসে কেউ কোনও কার্য করে, ঠিক তেমনই নিজের বুদ্ধিকেও হংসের আসনে বসিয়ে লৌকিক কার্য করার সময় আত্মাতে স্নেহ আর শক্তির যোগান হয়। ফলে সকল কার্যই তখন সফল রূপ নেয়। অতএব স্বয়ং হংস-আসনে বিরাজমান হয়ে, নিজেকে বিশেষ আত্মা এই ভাবধারায় যে কোনও কার্য করবে, তাতেই সফলতার প্রতিমূর্তি হবে।

স্লোগান :- স্বভাবের দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচার জন্য নিজের বুদ্ধি, দৃষ্টি আর বাণীকে সরল বানাও।